বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ জুন, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ২২ সংখ্যা ২ জুন, ২০২৫, সোমবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

নতুন চিঠির পাশে দাঁড়ান

'নতুন চিঠি' পত্রিকার নিজস্ব আয়ে সারা বছরের খরচ সংকুলান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। পত্রিকার তরফ থেকে তাই সকলের কাছে আবেদন, বিগত বছরের ন্যায় এবারও আপনাদের সাধ্যমতো অনুদান দিয়ে পত্রিকার পাশে দাঁড়ান। পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতায় যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতা কামনা করি।

State Bank of India, Burdwan University Branch
Title of Account : Natun Chithi
S/B A/C No. : 10212634603 IFSC : SBIN0002033
QR কোড স্ক্যান করেও টাকা পাঠাতে পারেন।

প্রিপেইড স্মার্ট মিটার : বামপন্থী গণসংগঠনের ডাকে বিরোধ-আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ মে : প্রিপেইড স্মার্ট মিটারের 'না' সংখ্যাটা বাড়ছে দ্রুত। এপর্যন্ত বর্ধমান শহরে চারটি সেক্টর অফিসে প্রায় দশ হাজার গ্রাহক অসম্মতি জানিয়ে দরখাস্ত জমা দিয়েছে। আর এই 'না'-কে সংগঠিত করার পিছনে বড় ভূমিকা রেখেছে সিআইটিইউ ও বস্তি উন্নয়ন পরিষদ। উল্লেখ্য কেন্দ্র সরকারের আবশ্যিকভাবে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানোর বিপক্ষে রায় দিয়েছে কয়েকটি রাজ্যের হাইকোর্ট।

পাড়ায় পাড়ায় প্রচার সংগঠিত করে চারটি সেক্টর অফিসেই ডেপুটেশন দিয়েছে উক্ত দুটি সংগঠন। পাশে পেয়েছে মহিলা সমিতি, ডি ওয়াই এফ আই-এর মতো সংগঠনকে। তাদের মূল দাবি, আমরা স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে নয়, আমরা পোস্ট-পেইড মিটারের পক্ষে, যা গ্রাহকরা স্বাধীনতার পর থেকে ভোগ করছেন। প্রিপেইড স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎকে বেসরকারিকরণ করে আদানীদের হাতে তুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র। এতে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষি এবং দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। গ্রাহক এতদিন বিদুৎ বিল মেটাবার জন্য তিন মাস করে সময় পেতেন। কিস্তিতে কিস্তিতে বিল মেটাতেন। সে জায়গায় টাকা দিয়ে আগে বিদ্যুৎ কিনতে হবে এবং পাঁচ গুণ বেশি দামে। এছাড়া ঠিকা

—এরপর চারের পাতায়

জেলায় প্রথম আদিবাসী ছাত্র কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামালপুর, ১ জুন : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রথম আদিবাসী ছাত্র কনভেনশন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল জামালপুর ব্লকের মশাগ্রামে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, শোকপ্রস্তাব পেশ ও শহিদ স্মরণের মধ্যে দিয়ে কনভেনশনের মূল কাজ শুরু হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্নেহা টুডু ও উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আদিবাসী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব সুরভী টুডু। খসড়া প্রতিবেদন পাঠ করেন শ্যামল মুর্মু। দেশ ও রাজ্যের অন্য স্থানের মতো পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও আদিবাসী অংশের ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতেও স্কুল ও কলেজে তাদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষালাভের পরিকাঠামো নেই। নেই সাঁওতালী ভাষা ও অলচিকি লিপি জানা শিক্ষক-শিক্ষিকা। এছাড়াও আদিবাসী স্কুল কলেজে হোস্টেলের অপ্রতুলতা, জাতিগত শংসাপত্র হাতে পেতে নানান প্রশাসনিক জটিলতা, ওয়েসিস স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে। রয়েছে আর্থিক সংকটে আদিবাসী অংশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে

—এরপর চারের পাতায়

কালনায় সিআইটিইউ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ মে : সি আই টি ইউ-এর কালনা-১ ব্লক সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে অষ্টগড়িয়া হিমঘরে সংগঠনের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে মাল্য দানের পর আলোচনা সভা শুরু হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা অভিজিৎ কোঙার। সভা পরিচালনা করেন আলিম শেখ। অভিজিৎ কোঙার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। দেশের অবস্থা দিনের-পর-দিন শোচনীয় হচ্ছে। কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার আগে বর্তমান সরকার দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ক্ষমতায় আসলে বেকার সমস্যা সমাধান হবে, দারিদ্র থাকবে না। ভারত আত্মনির্ভর হবে। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। মানুষ তাদের অর্জিত অধিকার ভোগ করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ নীতির ফলে দেশের কৃষি শিল্প বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। অনাহারে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি কমছে। সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেশে গণতন্ত্র

—এরপর চারের পাতায়

'সমাজের সাথী'র ২৫ বছর পূর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ মে : 'সমাজের সাথী' পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালন করা হলো। অনুষ্ঠানে ২০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গুণীজন সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অরুণাভ চক্রবর্তী, মিন্টু রায়, রামশঙ্কর মণ্ডল ও পত্রিকা সম্পাদক দুরন্ত নাগ।

১০০ দিনের কাজের দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ মে : কালনা ২ নম্বর ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গরিব মানুষের জন্য ১০০ দিনের কাজের দাবিতে প্রধানকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের কালনা-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে এদিন পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে দাবিগুলির সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন নারায়ণ নাথ। বক্তারা এদিন দাবি করেন ১০০ দিনের কাজ চালু করতেই হবে। তা না হলে গরিব মানুষেরা অনেকেই পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর প্রাপকদের স্বচ্ছ তালিকা তৈরি করতে হবে। ৪ বি ফর্ম জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন রকম টালবাহানা করা চলবে না। পুষ্পেন ভট্টাচার্য, প্রশান্ত মণ্ডল, লতা হেমরম প্রমুখের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানকে স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি দেওয়ার আগে প্রধানের সঙ্গে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধান দাবিগুলি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

ছাত্র-যুবদের রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ মে : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নানান আঙ্গিকে আজ স্মরণ করা হলো নীলপুর বাজার মিলন সংঘের প্রাঙ্গণে। আয়োজক এসএফআই, ডিওয়াইএফআই ও সারা ভারত মহিলা সমিতি। মানুষে মানুষে বিভাজনের বিরুদ্ধে সাম্যের ধ্বজা সর্বদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন বঙ্গ সংস্কৃতির এই তিন মহারথী। ব্রিটিশ আমল, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এই তিন সাহিত্যিকের লেখনী সমান প্রাসঙ্গিক। আমাদের সমাজ জীবনে সৃষ্টিশীলতা, প্রগতিশীলতা, বৈজ্ঞানিক মনোভাবনাকে অবরুদ্ধ করে দিতে বারে বারে চেষ্টা করে যাচ্ছে শাসকশ্রেণি। সমাজে, ইতিহাসে, পাঠ্য

বইয়ের সিলেবাসে নানান বিকৃতি, পরিবর্তন করে বর্তমান প্রজন্মকে বিপথে চালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে শাসকশ্রেণি। এরই বিরুদ্ধে মানুষকে আজ গর্জে উঠতে হবে। এই ভাবনা নিয়ে ২৪ জন শিল্পী তাঁদের গান, নাচ, আবৃত্তি, সমবেত নৃত্য, নাটক সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্ভার উপস্থাপন করেন। আজকের দিনের ছাত্র -ছাত্রীদের কাছে নতুনের বার্তা কী হওয়া উচিত— নতুনের বার্তা দিয়ে আজকের এই কনসার্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মন্টু সাহা। আলোকের ঝর্নাধারা ছড়িয়ে দিতে এই বছরের

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৫

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।
ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে মেল আই-ডি
sharadiyanc@gmail.com-তে
লেখা (পিডিএফ নয়, ওয়ার্ড ফাইল) পাঠান।
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ জুলাই।

নতুন চিঠি

২ জুন, ২০২৫

নকল যুদ্ধ

রাজ্যে যখন কর্মচ্যুত যোগ্য শিক্ষকরা আন্দোলনরত, সে আন্দোলনকে বাগে আনতে এ, বি, সি, ডি কৌশল ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী যখন রাষ্ট্রের দমন-পীড়ন নীতিকেই আশ্রয় করে চলেছেন, তখন উত্তরবঙ্গ সফরে এসে গরম গরম ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এরাজ্যে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই যে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর তা তাঁর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর বক্তব্য পুরোপুরি রাজনৈতিক এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ। এমন নয় যে প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল সরকারের যে-কুকীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন তা অসত্য। সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়োগে ঘুষ এবং দুর্নীতির অভিযোগ যে সত্য আদালতও তা বুঝতে পেরেছে। রাজ্য জুড়ে নৈরাজ্য চলছে বললে কম বলা হয়— দুষ্কৃতীরা দিনে-দুপুরে মানুষ খুন করছে, থানায় চড়াও হয়ে অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে আনছে। যুবসমাজ কর্মহীন—যাদের উপায় নেই তারা কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ পুলিশ, মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা তার বড় প্রমাণ।

কিন্তু সমালোচনা করারও নৈতিক অধিকার থাকা দরকার। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা হয় শীতঘুমে না হয় চুনোপুঁটি নিয়ে ব্যস্ত—এটা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। এ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা খারাপ, কিন্তু মণিপুরে ডবল ইঞ্জিনের সরকার—সেখানে কী হচ্ছে? বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে দলিত, সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়নে রাজ্যের ব্যর্থতার কথা বলেছেন। একথা বৈঠিক নয়। কিন্তু যারা এসব প্রকল্পের অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে তিনি অন্যায়ভাবে এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাজের সুযোগ বন্ধ করে রেখেছেন। এরাজ্যের দুর্নীতিবাজদের কাঠগড়ায় তুলতে চান না তিনি, তাদের রক্ষা করতে চান অথচ প্রকাশ্য সভায় এমন ভাষণ দেন যা শুনে মানুষ বিভ্রান্ত হয়, মনে করে তিনি রাজ্যের দুর্নীতিবাজ নেতাদের রক্ষক নন।

ছাব্বিশের ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তে দেখেই লাফিয়ে উঠেছেন তৃণমূলেশ্বরী। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর সময় নষ্ট না করে তিনি নিজের বিজেপি বিরোধী ভাবমূর্তিতে চুনকাম করতে লেগে পড়েছেন। দিল্লিতে ‘ইন্ডিয়া জোট’-কে দুর্বল করে মোদী সরকারকে অক্সিজেন যোগানো আর পশ্চিমবাংলায় বিজেপি জুজুর তিনি একমাত্র ত্রাতা এই আখ্যান নির্মাণের খেলায় তিনি আগে সুফল পেয়েছেন। তাই এবারও প্রথম থেকে তিনি অভিনয় শুরু করেছেন। বিজেপির ছোট, মেজ, নেতাদের জন্য তাঁর দলের দরজা খোলা, নন্দীগ্রামে সামান্য সমবায় সমিতি জেতার জন্য তাঁর দল বিজেপির হাত ধরে। অথচ তিনি ভাব করছেন যেন বিজেপি-বিরোধী ভূমিকা পালনের ব্যাপারে তিনি কত আন্তরিক! আসলে ধর্ম বা সিঁদুর নিয়ে রাজনীতিতে তিনিও কম যান না। মনে রাখতে হবে নাগপুরের আশীর্বাদপুষ্ট দুটো দলই সচেতনভাবে মানুষকে দুই শিবিরে ভাগ করে তৃতীয় বিকল্প ভুলিয়ে দেবার খেলায় মেতেছে, কারণ এতে উভয়েরই লাভ। তাই মানুষকে আরো বেশি করে বিকল্পের সন্ধান করতে হবে, বুঝতে হবে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর বাকযুদ্ধ আসলে রঙ্গমঞ্চের নকলযুদ্ধ।

‘শ্রুতিবাক’-এর রবীন্দ্র সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সংগীত, আবৃত্তি সহ শ্রুতিনাটক ‘শেষের কবিতা’ ও ‘তাসের দেশ’ নৃত্যনাট্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বর্ধমান মিউনিসিপাল বয়েজ স্কুলের রাজেন্দ্র সভাঘরে সম্প্রতি ‘আয়না’ ও ‘শ্রুতিবাক’-এর যুগ্ম আয়োজনে ‘কবি প্রণাম’ নিবেদিত হলো। বর্ধমানের চারজন কৃতী মানুষ, ললিত কোনার, শ্যামলবরণ সাহা, স্বপ্নকমল সরকার ও মানব বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের মুখ্য আয়োজক দেবেশ ঠাকুর জানান মূলত শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে, তাদের সৃজনশীলতায় উৎসাহ যোগাতেই ‘আয়না’-র এই আয়োজন। আয়োজকদের অভিনন্দন জানান সুকৃতি ঘোষাল। রবীন্দ্র অনুষঙ্গে রকমারি লেখা নিয়ে এদিন প্রকাশিত হয় মনামী ঘোষের সম্পাদনায় ‘শ্রুতিবাক’ পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্লাস্টিক দূষণ সমাপ্তির অঙ্গীকার

অপূর্বরতন ঘোষ

আজ থেকে ৫০০ বছর আগে আমাদের পৃথিবীতে ছিল স্বচ্ছ জল, নির্মল বাতাস, সবুজে ঘেরা বানানী এবং সেখানে ছিল না প্লাস্টিক। আজ সেই পৃথিবী ভরে গেছে প্লাস্টিকে। মানবজগত প্লাস্টিকের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত। প্লাস্টিক পৌঁছে গেছে এভারেস্টের চূড়া থেকে আরম্ভ করে আন্টার্কটিকার গভীর বরফের চাদরের তলায়, তথা প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম হ্যাডাল জোনে। আমাদের আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, জলে সর্বত্র প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক কণা বিদ্যমান। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অম্লবৃষ্টির মতো ‘মাইক্রোপ্লাস্টিক বৃষ্টিপাত’ ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসছে এবং পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে। মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, মল-মূত্রে, রক্তে, মাতৃদুগ্ধে, মাতৃ-জঠরের ভ্রূণে, মস্তিষ্কে, জননেন্দ্রিয়ে, অণ্ডকোষীয় কলায়, যকৃতে, বৃক্কে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলছে। অন্যদিকে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল সবের মধ্যেই রয়েছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। আমাদের নীল গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে ‘প্লাস্টিক গ্রহ’। আগে আমাদের গৃহস্থালীর আসাবাবপত্র ছিল গ্লাস বা কাচের, তামার, পাথরের বা অন্যান্য ধাতুর, কাঠের তৈরি—এগুলি এখন সবই প্লাস্টিকের তৈরি। এখন দুধ, ভোজ্য তেল, জল ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয় তিন বা পাঁচস্তর বিশিষ্ট প্লাস্টিক—ফিল্ম পাউচ; আগে কাগজের বা হালকা ধাতুর আধারে পাওয়া যেত সাবান, শ্যাম্পু, ক্রিম, মাজন, চিকিৎসার মলম। এখন পাওয়া যায় প্লাস্টিকের ল্যামীটিউব বা প্লাস্টিক ল্যামিনেটেড টিউবের আধারে। বর্তমানে সিমেন্ট, জমির সার, ধান বা চালের বস্তা, গমের বস্তা ও অন্যান্য শস্যদানার বস্তা তৈরি হয় পলিপ্রোপিলিন বা পলিইথিলিনের উপাদান দ্বারা। সুতরাং প্লাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ বছর বছর বেড়েই চলেছে। আজ পর্যন্ত প্রায় ৮.৩ বিলিয়ন মেট্রিকটন প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে।

আজ এই প্লাস্টিক পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ কারণ হয়ে উঠেছে। সেজন্য রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংরক্ষণের সংস্থা প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ২০১৮ সালে ভারতকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ পালনের এবং শ্লোগান ছিল ‘প্লাস্টিক দূষণ রোধ’। দ্বিতীয়বার ‘প্লাস্টিক দূষণের সমাধানের’ প্রস্তাব নিয়ে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ ২০২৩ সালে পালিত হয় কোটা-ডি আইভরী শহরে। ২০২৪ সালের বসুন্ধরা দিবসের মূল মন্ত্র রাখা হয় ‘পৃথিবী বনাম প্লাস্টিক’। কিন্তু দূষণের পরিমাণ কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সুতরাং ২০২৫ সালেও ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’-এর মূল শ্লোগান করা হলো ‘প্লাস্টিক দূষণের অবসান’। এটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোরিয়ার জেজু শহরে। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংরক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক অধিকর্তা ইনজার অ্যানভারসনের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে বিশ্ববাসী প্লাস্টিক দূষণের শুধুমাত্র চূড়াটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, নিমজ্জিত বিশাল অংশ গোচরে আসেনি। সুতরাং সাবধান হওয়া প্রয়োজন এবং আবশ্যক।

প্লাস্টিকের দ্রুতগতিতে উৎপাদনের ও ব্যবহারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে গোটা বিশ্বের বর্জ্যের পরিমাণও রকেটের গতিতে বাড়ছে এবং সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্রের উপকূলবর্তী ও তীরবর্তী

অঞ্চল। প্রতি বছর সমুদ্রে এসে পৌঁছায় ৪.১২ মিলিয়ন মেট্রিক টন বর্জ্য। এই বর্জ্যের ফলে আক্রান্ত হচ্ছে সমুদ্রের প্রাণীকুল যেমন তিমি, কচ্ছপ, সমুদ্র-ঘোটক বা সি-হর্স ইত্যাদি। প্লাস্টিক কণা খুব সহজেই খাদ্য হিসাবে কিছু কিছু প্রাণীর পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেমন ক্রাস্টসিয়া, কাঁকড়া-জাতীয়, শামুক বা ঝিনুক-জাতীয়, শাঁখ-জাতীয়, ল্যাংওয়ার্ম, মাছ, সিল ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে প্লাস্টিক কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানো প্লাস্টিক খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে বিভিন্ন পুষ্টির স্তরে প্রবেশ করে ও তাদের জৈব-বিবর্ধন হচ্ছে। প্রথমে প্লাঙ্কটন একে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, মাছ প্লাঙ্কটনের উপর নির্ভরশীল, বড়ো মাছ ছোট মাছের উপর নির্ভরশীল, ছোট মাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে পাখি বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী বড়ো প্রাণী এবং সর্বোপরি মানুষ। অর্থাৎ পুষ্টির প্রতিটি স্তরে এরা জৈব-বিবর্ধিত হচ্ছে।

বর্তমানে এই গ্রহের তিনটি প্রধান সংকটময় ঘটনা যথা জলবায়ু-সংক্রান্ত সংকট; প্রকৃতি, ভূমি ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়জনিত সংকট ও দূষণ ও বর্জ্য সংক্রান্ত সংকটের অন্যতম কারণ হলো প্লাস্টিক দূষণ। এই দূষণের ফলে গোটা বিশ্বের সামাজিক ও পরিবেশের বার্ষিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০০ থেকে ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছর প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টন। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে গত ১৯৫০ সাল থেকে প্রায় ৯.২ বিলিয়ন মেট্রিকটন প্লাস্টিক দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয়েছে এবং তার বর্জ্যের পরিমাণ হচ্ছে ৭ বিলিয়ন টন—একসাথে করলে ৮ লক্ষ আইফেল টাওয়ারের সমান হয়ে যাবে। আর কেনই বা হবে না, শিশুর খেলনা, দোলনা থেকে শুরু করে শবযাত্রার দ্রব্যসামগ্রী প্লাস্টিকের তৈরি; নির্মাণ কাজ থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসার সরঞ্জাম প্লাস্টিকের তৈরি।

সুতরাং প্লাস্টিক দূষণ থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য চাই একটি সমবেত প্রচেষ্টা। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। দেখা গেছে মাত্র ৩০ শতাংশ প্লাস্টিক রিসাইকেল অন্তত ২৯ শতাংশ দূষণ কমাতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে রিসাইকেল নামক জাদুমন্ত্র সব সমাধান করতে পারবে না—এটি একটি সমাধান সূত্র হতে পারে। সুতরাং যখন ছিদ্র থেকে অবিরাম জল বেরোনো শুরু হয় তখন জল মোছার চেষ্টা না করে ছিদ্রপথ বন্ধ করাই উপযুক্ত পদ্ধতি।

বৃষ্টিতে রেলের আণ্ডারপাসে জলযন্ত্রণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৬ মে : বৃষ্টি নামতেই প্রতি বছরের মতো এবারও রেললাইনের আন্ডারপাসে জল জমে গেল। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়ে গেলেন পাঁচটি গ্রাম ও তিনটি ইটভাটার লোকজন। কাটোয়া-ব্যান্ডেল রেললাইনের সমুদ্রগড় রেলস্টেশনের খুব কাছেই রয়েছে গোয়ালপাড়া আন্ডারপাস। এই আন্ডারপাস দিয়ে যাতায়াত করেন ডাঙ্গাপাড়া, মানিকনগর, সুজননগর, পাঁচরখী ও চরগোয়ালপাড়া গ্রামের মানুষজন। এছাড়া এই এলাকায় রয়েছে তিনটি ইটভাটা। যেখানে কয়েক হাজার শ্রমিক কর্মরত। অভিযোগ প্রতিবছর বর্ষার সময় এই আন্ডারপাসে জল জমে যায়। যানবাহন চলাফেরায় অসুবিধা হয়, এই এলাকার কয়েক হাজার

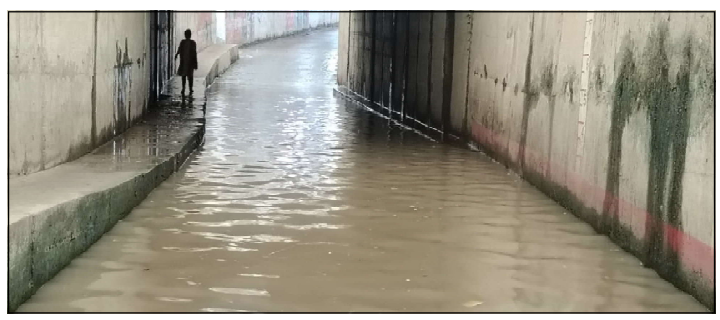

মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট প্রভাব পড়ে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হলো না। পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকার মানুষ খুবই ক্ষুব্ধ। রেলকে বলেও কোন ভাবেই দুর্ভোগ কমেনি। উল্টে নান্দাই স্টেশন চত্বরে রেলদপ্তর আন্ডারপাস নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। ক্ষুব্ধ রেল যাত্রী সমিতি থেকে সাধারণ মানুষ। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে ডিআরএম-এর নিকট প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছেন।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

দিব্যেন্দু রায়

ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম মনে করতেন ''জাতি হিসেবে আমাদের উন্নতির মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা।'' জন এডামস-এর মতে, ''একজন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের সম্পদ।'' আর উইনস্টন চার্চিল মনে করতেন ''সুস্থ নাগরিকরা যে-কোনো দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ''।

তাই বলা যায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হলো উন্নত জীবনের দুটি স্তম্ভ এবং মানুষের মৌলিক অধিকার যা একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। মানব জীবনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—এই দুইটি এমন মৌলিক উপাদান, যা মানুষের সামগ্রিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে, আর স্বাস্থ্য তাকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার শক্তি দেয়। একটি শিক্ষিত মানুষ সঠিকভাবে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে এবং একটি সুস্থ মানুষ সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাই বলা হয় ''শিক্ষা ও স্বাস্থ্য একে অপরের পরিপূরক।''

শিক্ষা ছাড়া যেমন অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা যায় না, তেমনি সুস্বাস্থ্য ছাড়া জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত এবং আমাদের সকলের উচিত স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া এবং শিক্ষার প্রসারে কিছু ভূমিকা রাখা।

ভারতবর্ষে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জাতীয় উন্নয়নের দুটি মূল ভিত্তি। শিক্ষা ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, যা তাকে স্বনির্ভর করে এবং সমাজে সম্মানজনক অবস্থান দেয়। শিক্ষিত জনশক্তি উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিক্ষা নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগায়। তাছাড়াও শিক্ষা বেকারত্ব কমায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, যা দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক। আবার অন্যদিকে সুস্থ জনগোষ্ঠী বেশি উৎপাদনশীল হয়, যা অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা শিশু ও মায়েদের জীবন রক্ষা করে, যা জনসংখ্যার স্থিতিশীলতায় ভূমিকা রাখে।

শিক্ষা আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যোগায়। শিক্ষা কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদ ধারণা দূর করে এবং সমাজে সচেতনতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। একটি শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রাখে। শিক্ষা নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।

আবার অন্যদিকে স্বাস্থ্য মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মানুষ কর্মক্ষম থাকে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। অসুস্থতা এবং চিকিৎসার খরচ অনেক পরিবারকে দরিদ্র করে তোলে। তাই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দারিদ্র্য কমাতে সহায়ক। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতার মাধ্যমে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো যায়।

শিক্ষা মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে জানায়। শিক্ষিত মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যেমন কোন খাবার খাওয়া উচিত, কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার ইত্যাদি। শিক্ষা মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা দেয়, যার ফলে ছোটখাটো অসুস্থতায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

শিক্ষা পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করে। শিক্ষিত জনগণ টিকা গ্রহণ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকে। শিক্ষা কুসংস্কার, ভ্রান্ত চিকিৎসা বা বিশ্বাস থেকে মানুষকে দূরে রাখে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে আরেকটি অপরিহার্য দিক হলো নারী শিক্ষা। নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ে। একজন শিক্ষিত মা শিশুদের পুষ্টি, পরিচর্যা, টিকাদান ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন থাকেন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। অনেক সময় রোগ বা অসুখ সম্পর্কে সমাজে ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কার প্রচলিত থাকে। শিক্ষা এসব কুসংস্কার দূর করে বিজ্ঞানের আলোকে রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা গ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষিত মানুষ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বোঝে এবং সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার করে।

তাই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা, আচরণগত শিক্ষা, এবং নৈতিক মূল্যবোধও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে স্বাস্থ্য মানে শুধু রোগমুক্ত থাকা নয়, বরং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা বজায় রাখা। একজন অসুস্থ ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ, উপার্জন বা সামাজিক জীবন যাপন—কোনো ক্ষেত্রেই কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে না।

শিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানায়। যেমন—ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, কোভিড-১৯ ইত্যাদি। একটি সমাজের উন্নয়নের মাপকাঠি হলো সেই সমাজের শিক্ষার হার এবং স্বাস্থ্যসেবার মান। এই দুটি উপাদান যেমন ব্যক্তিগত জীবনকে সুগঠিত করে, তেমনি জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তিও রচনা করে। তাই বলা যায় ''শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হলো জাতির চালিকাশক্তি।''

মাদকাসক্তি এবং অন্যান্য নেশা বর্তমানে যুবসমাজের অন্যতম বড় সমস্যা। শিক্ষা মাদকের এবং অন্যান্য নেশার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে এবং সুস্থ জীবনধারার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়। অন্যদিকে, নারীদের জন্য মাসিক স্বাস্থ্য, গর্ভকালীন পরিচর্যা, ও নিরাপদ সন্তান জন্মদানের মতো বিষয়গুলোতে শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতে বিশেষভাবে সহায়ক। UNESCO-র তথ্য অনুযায়ী, মায়ের শিক্ষার স্তর বাড়লে শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করতে হয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শুধু অবকাঠামো নয়, জনগণের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, এবং গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে SDG (Sustainable Development Goals)-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো ''Good Health and Well-being'' এবং ''Quality Education'', যা প্রমাণ করে আন্তর্জাতিকভাবেও এই দুই বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

উন্নয়নশীল দেশে এখনো অনেক মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না। অনেক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় বা পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায় না। অনেকে কুসংস্কার, লজ্জা বা ভ্রান্ত ধারণার কারণে চিকিৎসা নিতে চায় না।

প্রতিদিন নতুন নতুন স্বাস্থ্যতথ্য আমাদের কাছে উঠে আসছে। কিন্তু সেই সকল তথ্যের কোনো দাম নেই যদি না তা মানুষকে জানানো যায়। যেমন একটি রোগে মানুষ প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে সেটি হলো ডায়রিয়া। মানুষকে হাত ধোয়ার গুরুত্ব না জানালে তারা ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হতেই থাকবে। একটি খাবারের খাদ্যগুণ সম্পর্কে ধারনা সেই খাবারটি সম্পর্কে মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে পারবে। এই জন্য যে-কোনো প্রকারের স্বাস্থ্যশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কাছে সেই তথ্য পৌঁছে দেওয়া। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রধান তিন উদ্দেশ্যই হলো Informaton, Motivation, Reaction।

স্বাস্থ্যশিক্ষা মহামারী নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্যশিক্ষা মানুষকে রোগের লক্ষণ, সংক্রমণের পথ, এবং প্রতিরোধ পদ্ধতি (যেমন, মাস্ক পরা, হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা) সম্পর্কে জানায়, যা মহামারির বিস্তার কমায়। সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষা ভ্যাকসিন গ্রহণে মানুষের আস্থা বাড়ায় এবং ভুল ধারণা দূর করে। তাছাড়াও স্বাস্থ্যশিক্ষা পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপদ খাদ্যাভ্যাসের মতো স্বাস্থ্যবিধি, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন, বা অন্যান্য জনস্বাস্থ্য নীতির গুরুত্ব বোঝায়, যা মহামারি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। অনেক সময় মহামারি চলাকালীন গুজব ও ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যশিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য প্রচার করে এটি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। মহামারিজনিত উদ্বেগ ও চাপ কমাতে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকগুলি দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে যেমন গুণগত শিক্ষার অভাব, অনেক স্কুলে পরিকাঠামোর অভাব, নিম্নগামী শিক্ষার মান, গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে উচ্চ ড্রপআউট হার, শহর ও গ্রাম, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের বৈষম্য, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি।

ভারতের স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগেও বেশ কিছু পরিষেবাগত ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। যেমন গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি, চিকিৎসক ও নার্সের অভাব, শিশু ও মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টি, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য খাতে সামান্য বরাদ্দ, যা উন্নত দেশের তুলনায় অনেকটাই কম। ভারত স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র মাত্র ২.১ শতাংশ (২০২১-২২) ব্যয় করে, যা জাপান, কানাডা, ফ্রান্সের ১০ শতাংশ এর তুলনায় অনেক কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী, উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য জিডিপি'র ৫-৬ শতাংশ ব্যয় প্রয়োজন। ভারতে প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য মাত্র ৮.৬ ডাক্তার রয়েছেন যেখানে বিশ্ব গড় ১৫.৬। গ্রামীণ এলাকায় হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্সের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ বহির্বিভাগের রোগী এবং ৫৮ শতাংশ ভর্তি রোগী বেসরকারি পরিষেবার উপর নির্ভর করে। ভারত বিশ্বের ১৭ শতাংশ জনসংখ্যা নিয়ে ২০ শতাংশ রোগের বোঝা বহন করে। অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এখন মোট রোগের ৫৫ শতাংশ এবং মৃত্যুর ৬০ শতাংশ এর জন্য দায়ী। আমাদের দেশে ৪৪ শতাংশ শিশু কম ওজনের, ৭২ শতাংশ শিশুর রক্তশূন্যতা রয়েছে। গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার বৈষম্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। গ্রামীণ মহিলা ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রজনন, স্বাস্থ্য ও নবজাতকের যত্নের অভাব রয়েছে। সরকারি হাসপাতালে কর্মী, সরঞ্জাম ও ওষুধের ঘাটতির কারণে অনেকে বেসরকারি খাতের উপর নির্ভর করে, যা ব্যয়বহুল। বেসরকারি খাতে নিয়ন্ত্রণের অভাবে অনেক অযোগ্য প্র্যাকটিশনার কাজ করেন। যেমন মধ্যপ্রদেশের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র ১১ শতাংশ বেসরকারি চিকিৎসকের মেডিকেল ডিগ্রি ছিল।

''ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (UHC)'' ১৪টি সূচকের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান মাপে। এর নিরিখে ২০২১ সালে ভারতের স্কোর ছিল ৬৮ (০-১০০ স্কেলে), যেখানে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর স্কোর ৮০-৯১। এছাড়া ''হেলথকেয়ার অ্যাক্সেস অ্যান্ড কোয়ালিটি (HAQ) ইনডেক্স'' ৩২টি প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণমান মাপে। এর নিরিখে ভারতের স্কোর ২০১৫ সালে ৪৪.৮ থেকে ২০২০ সালে ৬৭.৩-এ উন্নীত হয়েছে। তবুও এটি বিশ্ব গড় (৭৫) থেকে অনেক কম। অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর গড় হলো, আইসল্যান্ড (৯৭), নরওয়ে (৯৫), সুইডেন (৯৪)।

''গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি (GHS) ইনডেক্স'' কোন দেশের জৈবিক হুমকি মোকাবিলার ক্ষমতা মাপতে ব্যবহৃত হয়। এই ইনডেক্স অনুযায়ী ভারতের স্কোর ৪২.৮ (২০২১), যেখানে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্রের স্কোর ৭৫.৯।

''লিগেটাম প্রসপারিটি ইনডেক্স'' জনস্বাস্থ্য, পরিষেবার মান ও মৃত্যুহার মাপতে ব্যবহৃত হয়। ২০২৩ সালে এই ইনডেক্স অনুযায়ী ভারতের স্কোর ৫৭.৮, যেখানে শীর্ষ দেশ সিঙ্গাপুরের স্কোর ৮৬.৯। ভারত ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১৪৫তম স্থানে রয়েছে, যা পড়শি দেশ চীন (৪৮), শ্রীলঙ্কা (৭১), বাংলাদেশ (১৩৩) এবং ভূটান (১৩৪)-এরও নিচে।

''গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI)'' কোন দেশের অপুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মাপতে ব্যবহৃত হয়। এই ইনডেক্স অনুযায়ী ২০২৪ সালে ভারত ১০৫তম স্থানে ছিল (১২৫টি দেশের মধ্যে), যা উত্তর কোরিয়া বা সুদানের তুলনায়ও নিম্নস্থান। সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এই দেশগুলো উচ্চ স্বাস্থ্য ব্যয় (জিডিপি'র ৮-১০ শতাংশ), সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা, এবং উন্নত অবকাঠামোর কারণে আজ তালিকার অনেক ওপরে। ভারতের তুলনায় এদের গড় আয়ু (৮২-৮৫ বছর), শিশু মৃত্যুহার (২-৩/১০০০), এবং হাসপাতালের বেড প্রাপ্যতা (প্রতি ১০০০ জনে ১২-১৪ বেড) অনেক উন্নত। ভারতের ক্ষেত্রে গড় আয়ু ৬৯.৯ বছর, শিশু মৃত্যুহার ২৭/১০০০, এবং প্রতি ১০০০ জনে মাত্র ০.৫ হাসপাতালের বেডের ব্যবস্থা রয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস লক্ষ করা যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এই দুটি খাতকে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমতার ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। সমাজতান্ত্রিক দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক বৈষম্য হ্রাস এবং সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে স্বাস্থ্যকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে বা ন্যূনতম খরচে প্রদান করা হয়। যেমন কিউবায় সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিউবায় গ্রামীণ ডাক্তার প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসক পাঠানো হয়। মোবাইল ক্লিনিক ও কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কারদের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও কিউবার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা আজ গোটা বিশ্বে প্রশংসিত। কিউবার সাক্ষরতার হার প্রায় ১০০ শতাংশ এবং গড় আয়ু ৭৮ বছরের বেশি, যা অনেক উন্নত দেশের সমতুল্য। চীনে গত কয়েক দশকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে সাক্ষরতার হার ৯৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে এবং জনস্বাস্থ্যের মানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ভিয়েতনামে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে।

শিক্ষা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ ও উন্নতিকে সহজ করে, আর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে অবদান রাখে। তাই শিক্ষা সকলের জন্য বিনামূল্যে বা সাশ্রয়ী হওয়া উচিত যাতে লিঙ্গ, ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থা বা ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে; শিক্ষার পাঠ্যক্রম আধুনিক, ব্যবহারিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া উচিত; শিক্ষকদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণ, ন্যায্য বেতন এবং কর্মক্ষেত্রে সমর্থন প্রদান করা উচিত; আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, ডিজিটাল শিক্ষার সুবিধা, এবং ইন্টারনেট সংযোগ সর্বত্র নিশ্চিত করা উচিত। শুধু একাডেমিক নয়, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করা উচিত, শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধ, পরিবেশ সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্বের ওপর জোর দেওয়া উচিত এবং উচ্চশিক্ষায় গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ও সুযোগ থাকা উচিত। দেশে আদর্শ স্বাস্থ্য পরিষেবা বা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তুলতে কিছু জিনিসের উপর নজরে রাখা উচিত। যেমন স্বাস্থ্যসেবা সকলের জন্য সাশ্রয়ী এবং সুলভ হওয়া উচিত, গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় সমান সেবা নিশ্চিত হওয়া উচিত এবং টিকাদান, স্বাস্থ্য শিক্ষা, এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধে জোর দেওয়া উচিত।

বিট্রিস ব্রাউন-এর মতে ''শারীরিক স্বাস্থ্যই মানসিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি।'' তাই সুস্থ দেশ গড়ে তুলতে হলে দেশের নাগরিকদের শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও গুরুত্বসহ দেখা উচিত। তাই উন্নত দেশ গড়তে হলে দেশের নাগরিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব অনেক বাড়াতে হবে এবং 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' আর ''শিক্ষাই আলো'' এই দুটো কথাকে সমাজের মূল মন্ত্র করে নিতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সবাইকে একযোগে কাজ করে একটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সচেতন জাতি গড়ে তুলতে হবে।

মহিলা নেত্রী ঝর্ণা গুপ্ত প্রয়াত

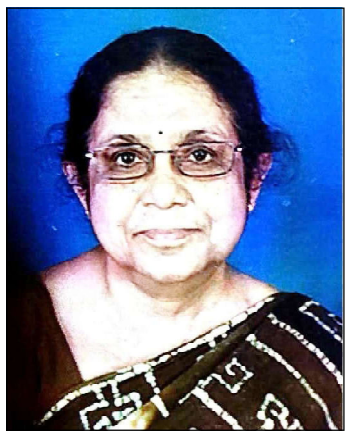

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ মে : বর্ধমান শহরের প্রবীণ মহিলা নেত্রী ঝর্ণা গুপ্ত আজ অপরাহ্ন সাড়ে তিনটেয় বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। সাতের দশকে তিনি মদন, ঘোষ, ধীরেন সুর, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মিশ্র, মৃদুল সেন, আমানুল্লাহ আকবর প্রমুখ সিপিআই(এম) নেতৃত্বের সাথে যুক্ত হন। বর্ধমান শহর গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী হিসাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর স্বামী গুরুচরণ গুপ্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের সামনের সারির কর্মী ছিলেন। ২০০৩ সালে তিনি প্রয়াত হন। ঝর্ণা গুপ্তর মরদেহ সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটি অফিসে নিয়ে আসা হয়। শেষ শ্রদ্ধা জানান তাপস সরকার, জর্নার্দন রায়, মদন কর্মকার, সুদীপ্ত গুপ্ত, স্বপ্না সেন, সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী। শোক প্রকাশ করেছেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অমল হালদার, সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী।

ডাঃ অমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত

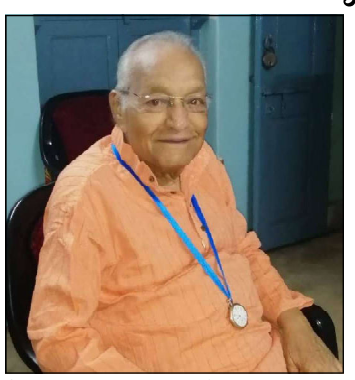

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ মে : চলে গেলেন বর্ধমানের বোরহাট অঞ্চলের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ অমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। বার্ধক্যজনিত সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে গেছেন মানুষকে। সকাল থেকেই তাঁর বাসভবনের চেম্বারে রোগীদের ভিড় থাকতো। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসেবেই তিনি কেবল প্রসিদ্ধি লাভ করেননি,বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাপবাগ চত্বরে নানান প্রজাতির গোলাপ ফুল ফুটিয়ে পুরস্কার নিয়ে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলনের নেতা অমল ব্যানার্জী, অশোক ব্যানার্জী, মৃদুল সেন-দের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। আজীবন বামপন্থী এই মানুষটি 'নতুন চিঠি' পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। রোজ 'গণশক্তি' পড়া তাঁর অভ্যাস ছিল। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অমল হালদার, 'নতুন চিঠি'র সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, তাপস সরকার প্রমুখ। নতুন চিঠির পক্ষ থেকেও করা হয়। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি নিয়ে এক পরিপূর্ণ পরিবার।

গদাধর চন্দ্র প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ মে : বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির বি.আর-২ শাখা সদস্য গদাধর চন্দ্র (৭০) প্রয়াত হন। তিনি ২০০৫ সালে সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে এরিয়া কমিটির নেতৃত্ব সহ এলাকার সমস্ত পার্টি কর্মী, দরদী এবং সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যা বর্তমান।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ মে : সিপিআই(এম)-এর কালনা ২ এরিয়া কমিটির অন্তর্গত অকালপৌষ-৪ শাখার পার্টি সদস্য পরমেশ্বর হেমরমের (৬৩) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন কিডনির রোগে ভুগছিলেন। শনিবার দুপুর ১২-৩০ মিনিট নাগাদ সিংগা গ্রামের বাড়িতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান পার্টি নেতা মোহাম্মদ শাহ, অশোক ব্যানার্জী, তারাচাঁদ সোরেন, নির্মল মণ্ডল, শিবনাথ বসু প্রমুখ। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরমেশ্বর হেমরম সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন। ১৯৯৫ সালে তিনি সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন। ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরে কোনো হুমকি-ধমকি বা প্রলোভন বাম মতাদর্শ থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং তিন কন্যা বর্তমান।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

বর্ধমান পাপেটিয়ার্স-এর সামার ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জুন : সময়ের সাথে সংস্কৃতি পাল্টাচ্ছে, শিশুদের খেলার সুযোগ কমছে। কমছে খেলার সরঞ্জাম। কাদা-মাটি-থার্মোকল এসব নিয়ে খেলা প্রায় উঠেই গেছে। তাই এই সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে কচি-কাঁচাদের আনন্দ দিতে উদ্যোগী হয়েছে 'দ্য বর্ধমান পাপেটিয়ার্স'। গ্রীষ্মের ছুটির সুযোগ নিয়ে ৩০ মে থেকে ১ জুন আয়োজিত হলো দিনদিন ব্যাপী সামার ক্যাম্প। ছবি আঁকা, মুখোশ বানানো, পুতুল বানানো, গল্পদাদুর আসর, কোলাজ তৈরি ইত্যাদি নিয়ে ছিল কর্মকাণ্ড। ৩০টি কুঁড়ি এই বাগানে ফুল ফুটিয়েছিল।

জল জমা— গণস্বাক্ষরপত্র পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ মে : কালনা পৌরসভার ১১, ১২ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশী নালাগুলি সংস্কার না করায় বর্ষার জল ওয়ার্ডে জমে যায়। দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেতে কালনা পৌরসভায় গণস্বাক্ষর করা দাবিপত্র জমা দিলেন তিনটি ওয়ার্ডের নাগরিকরা। অভিযোগ, প্লাবিত হয় কোন কোন জায়গা। দীর্ঘদিন জল জমে থাকায় দুর্গন্ধ, মশার উপদ্রব এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। নাগরিকদের অভিযোগ পৌরসভাকে বলেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই তিনটি ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে নাগরিকদের গণস্বাক্ষর করা দাবিপত্র পৌরসভাকে দেওয়া হয়। পৌরপতি অনুপস্থিত থাকায় পৌরসভার আধিকারিকের হাতে দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই কাজে নাগরিকদের সহায়তা করেন সঞ্জিত মুখার্জী, কেশব চন্দ্র ঘোষ, নীরব খাঁ প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

—প্রথম পাতার পর

পুনরুদ্ধার এবং দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সি আই টি ইউ দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হয়েছে। পুঁজিপতি ধনপতিদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে শ্রমজীবী মানুষকে।

ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

—প্রথম পাতার পর

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, সিবিএসই, আইএসসি সহ অন্যান্য বোর্ডের ৬০ জন কৃতীর হাতে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট মানুষজন যথা শিবশংকর সাহা, বিকাশ চ্যাটার্জী, দেবাশীষ সেন, অধ্যাপক চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এছাড়াও শিক্ষক, ছাত্র, যুব, মহিলা, কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব অনির্বাণ রায় চৌধুরী, প্রবীর ভৌমিক, সুদীপ্ত গুপ্ত, সুদেব দাস, অরুণাভ মুখার্জী, সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বহু অভিভাবক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন। লক্ষণীয় বিষয় এই মুহূর্তে নানানভাবে নীলপুর অঞ্চলের ক্লাবগুলো বামপন্থীদের উদ্যোগে যে ভাবে সামিল হয়ে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেটা বর্তমান পরিস্থিতে অন্য মাত্রা যোগ করেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আয়োজক, কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে কর্মসূচিতে উপস্থিত হন প্রাক্তন ছাত্র নেতা অমল হালদার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, দীপঙ্কর দে প্রমুখ।

বাস শ্রমিকদের আন্দোলনে পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ মে : কালনা বর্ধমান রুটের বাস শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে যথাযথ ব্যবস্থা নিল কালনা প্রশাসন। কালনা মহাকুমা শাসক শুভম আগারওয়াল নিজ দপ্তরে আলোচনার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত বাস রুটে হাম্প উঠানোর কথা ঘোষণা করেন। মহাকুমা শাসকের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাস শ্রমিকদের প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। গত ২১ মে কালনা—বর্ধমান ৬৫ কিমি দীর্ঘ বাস রুটে অতিরিক্ত হাম্প ওঠানোর দাবিতে বাস ধর্মঘট হয়। বাস শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সমর্থন করেন নিত্য বাসযাত্রীরাও। প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে ধর্মঘট তুলে নেন শ্রমিকরা। সেদিনকার সেই আশ্বাসেই এদিন আলোচনা সভা হয় মহাকুমা শাসক দপ্তরে। অতিরিক্ত হাম্প উঠানোর সিদ্ধান্ত ছাড়াও এদিন বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন বাসের ফিটনেস পরীক্ষা, চালক ও কণ্ডাকটারদের সকলের লাইসেন্স হয়েছে কিনা দেখা, চালক ও কণ্ডাকটারদের চক্ষু পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

প্রথম আদিবাসী ছাত্র কনভেনশন

—প্রথম পাতার পর

ব্যাপক হারে ড্রপআউট-এর সমস্যা। এইসব সমস্যা নিয়ে কনভেনশনের খসড়া প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের লড়াই আলাদা নয়, এসএফআই-এর ডাকে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের সাথেই যুক্ত করতে হবে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের গলার স্বর—এমনটাই বার্তা দিয়েছে কনভেনশন মঞ্চ। সবার জন্য শিক্ষা ও আদিবাসীদের জল জমি জঙ্গলের অধিকারের দাবিতে লড়াইয়ে সকলকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে এই কনভেনশন মঞ্চ থেকে। এর পাশাপাশি আদিবাসী অধিকার রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে তিনজন আদিবাসী কৃতী পরীক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মোট ৭৪ জন প্রতিনিধি (৩৬ জন ছাত্রী ও ৩৮ জন ছাত্র) নিয়ে কনভেনশনের কাজ হয়। এই কনভেনশনে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। কনভেনশনে পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রবীর ভৌমিক, জেলা সম্পাদক উষসী রায় চৌধুরী। জবাবী ভাষণ দেন শ্যামল মুর্মু। জেলার প্রথম আদিবাসী ছাত্র কনভেনশন থেকে মোট ১৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে জেলার প্রথম আদিবাসী সাব কমিটি গঠিত হয়। কনভেনর হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন, মালা রানি হাঁসদা ও শ্যামল মুর্মু। কো-কনভেনর হিসেবে নির্বাচিত হন সীমা হাঁসদা, সুকুল হেমব্রম ও অর্পিতা টুডু।

আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া

—প্রথম পাতার পর

সহ ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই হবে। সূত্র মারফত জানা যায় জেলাতে কমার্শিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল উপভোক্তা শেষ করে ডোমেস্টিক প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ শত বাড়িতে বসানোও হয়ে গেছে। সি আই টি ইউ এবং বস্তি উন্নয়ন পরিষদ গ্রাহকদের সঙ্গে নিয়ে ডেপুটেশন দিয়ে অনেকটাই রুখে দিতে পেরেছে। গ্রাহকদের স্বার্থে আর কোনো সংগঠন বিরোধিতায় নামেনি। এই আন্দোলনে বিদ্যুৎ ঠিকা শ্রমিক, কর্মচারী এবং গ্রাহকরা দু-হাত তুলে সমর্থন জানাচ্ছেন। এই ডেপুটেশনগুলিতে নেতৃত্ব দেন সি আই টি ইউ র পক্ষে নজরুল ইসলাম, দেবদুলাল সরকার, প্রলয় আইচ, বিদ্যুৎ শিল্প ইউনিয়নের পক্ষে স্বপন চক্রবর্তী, প্রশান্ত দাস, বস্তি ইউনিয়নের পক্ষে অরিন্দম মৌলিক, মহিলা সমিতির পক্ষে সুপর্ণা ব্যানার্জী, গ্রাহকদের পক্ষে নাসিবুর রহমান, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অতনু হুই, তাপস সরকার, কাজল রায় প্রমুখ।

এই আন্দোলনকে জোরদার করতে বাড়ি বাড়ি প্রচার, মাইকিং, লিফলেট, গণকনভেনশন, জাঠা কর্মসূচি চলছে। ৯ জুলাই সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে আগামী ৪ জুন কাটোয়া মহকুমায় গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে কাটোয়া শহরের রবীন্দ্র ভবনে। এখানে সমস্ত বামপন্থী গণসংগঠন যোগ দেবে। সব শেষে বিদ্যুৎ দপ্তরের ডি এম, আর এম, জেড এম এবং প্রশাসন কে সজাগ করতে এস ডি ও দের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Sadhana Press 11, J. B. Mitra Road Burdwan-713104, Dist. Purba Bardhaman, Mobile : 9434251586,
Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-